ভোরের কাগজ

তারিখ 04 MAY 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ভোরের কাগজে প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি তদন্ত

# মাদ্রাসা শিক্ষায় অব্যবস্থা ও দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন সংস্কারের সুপারিশ

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত একটি তদন্ত কমিটির রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষায় চরম অব্যবস্থা ও দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা উদঘাটন করে এ শিক্ষার সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় এখন সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। ভোরের কাগজে কিছুদিন আগে মাদ্রাসা শিক্ষার অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতেই মন্ত্রণালয় ঐ তদন্ত কমিটি গঠন করে।

সূত্র জানায়, গত বছরের ১৭ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত ভোরের কাগজে ৭ পর্বে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার এ বিষয়ে তদন্তের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ তোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির দাখিলকৃত রিপোর্টের শিরোনাম হলো 'ভোরের কাগজ পত্রিকায় মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সংবাদ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন।' কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব অধ্যাপক আবদুল লতিফ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাদ্রাসা শিক্ষার উপপরিচালক খলিলুর রহমান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মুশতাকউদ্দিন আহমেদ এবং সিনিয়র সহকারী সচিব হাফিজুর রহমান।

সূত্র মতে, এই কমিটিতে খলিলুর রহমানের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। কারণ তার বিরুদ্ধে অন্যান্য অনিয়মের সঙ্গে ইতিপূর্বে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে বেশ কিছু মাদ্রাসার স্তর উন্নয়নের অনুমোদন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাকে বারকয়েক ঐ পদ থেকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। সর্বশেষ তাকে গোপালগঞ্জ সরকারি কলেজে বদলি করা হলেও তদবিরের জোরে তা ঠেকিয়ে রাখা হয়।

সূত্র আরো জানায়, সম্প্রতি তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়। ফলে কমিটি এ শিক্ষার সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সুপারিশও উল্লেখ করে।

কমিটির উল্লিখিত সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে : দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে এর দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু দাখিল এবং আলিম (এইচএসসি) পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা। ইবতেদায়ী স্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিল (মাস্টার্স) স্তরকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা। মাদ্রাসার ম্যাপিং বা জরিপের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় মাদ্রাসা চিহ্নিত করে সেগুলোর স্বীকৃতি ও অনুদান বাতিল করা। রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন ও প্রকাশ কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদন করা। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান রেজিস্টার তমিজউদ্দিনকে এই পদে প্রেষণে নিয়োগদান অবৈধ না হলেও তিনি সরাসরি সহযোগী অধ্যাপক পদে কি করে ক্যাডারভুক্ত হলেন তা সুস্পষ্ট করা। মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়েতুল মোদাররেছিনের মহাসচিব ও বরিশালের বাঘিয়া আল আমিন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা আবদুল লতিফের ভুয়া সনদপত্র বাতিল করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ। মাদ্রাসা বোর্ডের দুর্নীতির সুযোগযুক্ত টেবুলেশন বই পুনঃযাচাই-পদ্ধতি বাতিল করা। মাদ্রাসাসমূহের অনুমতি ও মঞ্জুরির ক্ষেত্রেও ১৯৯৬ সালে সরকারের জারিকৃত সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিন্ন স্বীকৃতি ও নবায়ন নীতিমালা অনুসরণ প্রভৃতি। সর্বোপরি জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার সাধন।

সূত্র আরো জানায়, মন্ত্রণালয় এখন উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে দেশের সকল মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষকদের সম্পর্কে তথ্যসহ মাদ্রাশার পূর্ণাঙ্গ তথ্য দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি শুধু দাখিল পর্যায়ের মাদ্রাসার তালিকা এবং গত কয়েক বছরের দাখিল পরীক্ষার সংখ্যা উল্লেখ করে পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র মতে, মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিলকৃত দাখিল মাদ্রাসার তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বোর্ডের স্বীকৃতি ও অনুমোদনপ্রাপ্ত ৪ হাজার ৭৯৫টি দাখিল মাদ্রাসার মধ্যে ৬৩৮টি মাদ্রাসায় দাখিল পর্যায়ে কোনো ছাত্রছাত্রীই নেই। গত তিন বছর যাবৎ এসব মাদ্রাসায় কোনো পরীক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায়ও অংশ নেয়নি। কিন্তু এরপরও সংঘবদ্ধ একটি চক্র দাখিল পর্যায়ের এসব মাদ্রাসার নামে সরকারের লাখ লাখ টাকা লোপাট করে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ঢাকা মহানগরীর গুলশান থানার নয়াপাড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। মাদ্রাসা বোর্ডের স্বীকৃতি পায় ১৯৮৬ সালে। কিন্তু এ মাদ্রাসায় দাখিল পর্যায়ে কোনো ছাত্রছাত্রীই নেই। এছাড়া অন্যান্য দাখিল মাদ্রাসায়ও দাখিল পর্যায়ের ছাত্র সংখ্যা গড়ে ২০ জনেরও কম।